দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 02 NOV 2007

ছাত্ররাও উপবৃত্তি পাবে, ৫৩ উপজেলায় এ মাসেই

শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমতা আনতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এ ব্যবস্থা

মোশতাক আহমেদ ॥ ছাত্রীদের পাশাপাশি এবার মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রদেরও উপবৃত্তি দেয়া হবে। শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সমতা রাখতে সারাদেশে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অতি দরিদ্র ছাত্রদের দেয়া হবে এই উপবৃত্তি। সরকারের বিভিন্ন উপবৃত্তি প্রকল্পের অধীনে দেয়া হবে উপবৃত্তির টাকা। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের অধীনে 'গ্রো পুওর' কর্মসূচীর আওতায় এ মাসেই (২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ছাত্ররাও উপবৃত্তি

(প্রথম পাতার পর)

ছাত্রীদের পাশাপাশি অতি দরিদ্র ছাত্রদের উপবৃত্তি দেয়া হবে। প্রকল্প পরিচালক এম আফজালুর রহমান জনকণ্ঠকে এই তথ্য জানিয়ে বলেছেন, তাদের প্রকল্পের অধীনে দেশের ৫৩টি উপজেলার মাধ্যমিক স্কুলে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই ছাত্রীদের পাশাপাশি অতি দরিদ্র দশভাগ ছাত্রকে উপবৃত্তি দেয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, খুব শীঘ্রই অন্যান্য উপবৃত্তি প্রকল্পের অধীনেও ছাত্রদের উপবৃত্তি দেয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্প কর্মকর্তাদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের বৈঠকও হয়েছে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এতে মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার কমবে। ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সমতাও থাকবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি পড়াশোনায় মেয়েদেরকে আরও বেশি উৎসাহী করতে দাতাদের সহায়তায় ১৯৯৪ সাল থেকে সরকারের পরিচালনায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বছরে দুই কিস্তিতে এই টাকা দেয়া হয়। এতে সাফল্যও আশাতীত। দেখা গেছে, কেবল উপবৃত্তি দেয়ার কারণেই মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের হার বেড়েছে। কোন কোন জায়গায় ছাত্রদের চেয়েও এগিয়ে গেছে ছাত্রীরা। কিন্তু আর্থিক অভাব অনটনের কারণে দরিদ্র ছাত্রদের প্রাইমারী স্কুল শেষ করেই পড়াশোনায় ইতি টানতে হচ্ছে। এসব কারণে সরকার শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর সমতা রাখতে ছাত্রীদের পাশাপাশি মাধ্যমিক স্কুলের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদেরও উপবৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সূত্রমতে 'গ্রো পুওর' কর্মসূচীর আওতায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তিকৃত ছাত্রদের মধ্যে শতকরা দশ ভাগ অতি দরিদ্র ছাত্রকে দেয়া হবে এই উপবৃত্তি। এই হিসেবে সারা দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে চার থেকে পাঁচ লাখ অতি দরিদ্র ছাত্র উপবৃত্তির যোগ্য হবে। মেধাবী ও সাধারণ—এই দুই ক্যাটাগরিতে দেয়া হবে উপবৃত্তির টাকা। এর মধ্যে প্রথম অর্থাৎ মেধাবী ক্যাটাগরিতে পরীক্ষায় শতকরা ৪৫ ভাগ এবং এর উর্ধ্বে প্রাপ্ত নম্বরধারী ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের মাসিক ১২৫ টাকা, সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের ১৩০ টাকা, অষ্টম শ্রেণীর জন্য ১৩৫, নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের ১৭৫ টাকা করে দেয়া হবে। দ্বিতীয় ক্যাটাগরি অর্থাৎ সাধারণ ক্যাটাগরিতে পরীক্ষায় শতকরা ৩৩ এবং এর উর্ধ্বে প্রাপ্ত নম্বরধারী ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের মাসিক ৬৫ টাকা, সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের ৭৫ টাকা, অষ্টম শ্রেণীর জন্য ৯০ এবং নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের ১৫০ টাকা করে দেয়া হবে।

অতি দরিদ্র শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড হবে ছয়টি শর্তে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীর পিতা বা অভিভাবককে ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক হতে হবে এবং তাদের বার্ষিক আয় ত্রিশ হাজার টাকার নিচে হতে হবে। এছাড়া দুস্থ অসহায় গোষ্ঠী (এতিম, অনাথ), উপার্জনে অসমর্থ বিকলাঙ্গ (পঙ্গু, অন্ধ, বোবা ইত্যাদি) পিতা-মাতার সন্তান, নদী ভাঙনকবলিত, বাস্তুহারা ও অসচ্ছল পরিবারের সন্তান এবং নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী (রিক্সাচালক, দিনমজুর ইত্যাদি) অভিভাবকদের সন্তানরা উপবৃত্তির জন্য মনোনীত হবেন। তবে একাধিক অতি-দরিদ্র শিক্ষার্থী যদি একই মানদণ্ডের আওতায় পড়ে সেক্ষেত্রে একাধিক মানদণ্ডের আওতায় পড়ে এমন শিক্ষার্থীকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি অতি দরিদ্র শিক্ষার্থী নির্বাচন করবে। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি (এসএমসি'র) চেয়ারম্যান এই কমিটির সভাপতি হবেন। সদস্য সচিব হবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিন জন সদস্য হবেন এসএমসির একজন মহিলা সদস্য (না থাকলে পুরুষ সদস্য), পিটিএ'র একজন সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড-এর মহিলা সদস্য। শুধু ছাত্রই নয় এই কমিটিই ঠিক করবে উপবৃত্তির জন্য ত্রিশ ভাগ দরিদ্র ছাত্রী। কমিটি নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণীভিত্তিক ভর্তিকৃত ছাত্রদের শতকরা দশ ভাগ অতি দরিদ্র ছাত্র নির্বাচন করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর পাঠাবেন এবং একটি তালিকা স্কুলের বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবেন। একইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসেও তাঁর একটি তালিকা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

সরকারের সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের অধীনে প্রকল্প পরিচালক এম আফজালুর রহমান জনকণ্ঠকে জানান, 'গ্রো পুওর' কর্মসূচীর আওতায় তাদের প্রকল্পের অধীনে দেশের ৫৩টি উপজেলার মাধ্যমিক স্কুলে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই ত্রিশ ভাগ ছাত্রীর পাশাপাশি অতিদরিদ্র দশভাগ ছাত্রকে উপবৃত্তি দেয়া হবে। ইতোমধ্যে তালিকাও প্রায় শেষ পর্যায়ে বলে তিনি জানান। এই টাকা জানুয়ারি ও জুন কিস্তির টাকা। তিনি জানান, উল্লেখিত কমিটিই অতি দরিদ্র ত্রিশ ভাগ ছাত্রী এবং দশ ভাগ ছাত্র নির্ধারণ করবে, যারা উপবৃত্তি পাবে। বেশি টাকা দেয়ার জন্য কোন অবস্থাতেই যাতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বেশি নম্বর না দেয়া হয় সে বিষয়টি খেয়াল রাখা হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত এ মাসে ছাত্রদের উপবৃত্তি দিলে এটাই হবে প্রথম ছাত্র উপবৃত্তি দেয়ার ঘটনা।

সংশ্লিষ্ট সরকারের ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট-২এফএসএসপি'র পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক জনকণ্ঠকে জানান, তারাও নীতিগত ভাবে দশ ভাগ ছাত্রকে উপবৃত্তি দেয়ার পক্ষে। তিনি বলেন সরকার যখন বলবে তখন আমরাও ছাত্রীদের পাশাপাশি দশ ভাগ ছাত্রকে উপবৃত্তি দেয়ার কাজ শুরু করব। এজন্য আমরাও প্রস্তুত আছি।